প্রথম আলো

20 APR 2016

প্রাথমিকে বৃত্তি পেল প্রায় সাড়ে ৮২ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। এবার বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ হাজার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৫০০ করা হলেও সাধারণ বৃত্তির কোটা পূরণের পরও চারটি অবশিষ্ট রয়েছে।

গতকাল বেলা দুইটায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বৃত্তির ফল ঘোষণা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। এর পরপরই বৃত্তির ফলের বিস্তারিত তথ্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dpe.gov.bd) দেওয়া হয়। তবে প্রথম দিকে একসঙ্গে অনেকে ওয়েবসাইটে ফল দেখার চেষ্টা করায় কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার মেধা কোটায় বৃত্তি পেল ৩৩ হাজার, যা আগে ছিল ২২ হাজার। আর সাধারণ কোটায় মোট বৃত্তি ৪৯ হাজার ৫০০টির মধ্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের হিসেবে ৪৭ হাজার ৪৩৬ জনকে দেওয়া হয়। বাকিগুলোর মধ্যে ২ হাজার ৩৬টি দেওয়া হয় প্রতি উপজেলা বা থানায় চারটি করে। বাকি ২৮টির মধ্যে আট বিভাগে তিনটি করে ২৪টি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট চারটি বৃত্তি বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। পরে পাওয়া গেলে দেওয়া হবে।

এবার বৃত্তির টাকার পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। এখন মেধা কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে মাসে দেওয়া হবে ৩০০ টাকা করে। এত দিন ছিল ২০০ টাকা করে। আর সাধারণ কোটার বৃত্তিপ্রাপ্তরা এখন মাসে পাবে ২২৫ টাকা করে। আগে পেত ১৫০ টাকা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিক বৃত্তি বণ্টন করা হয়। বৃত্তির টাকা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই টাকা পাবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব হুমায়ূন খালিদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর প্রমুখ।